(1)

SUBJECT: PHILOSOPHY

Semester: 2nd (CBCS)

Paper: C-PHI-204

Name: Philosophical Issues

(Philosophy of Peace
3. Buddha)

Topic of Lecture:

বৌদ্ধদর্শনে অহিংসা তত্ত্ব
(Bauddhadarshane
Ahimsā tattva)

Lecture (uploaded) No. VI

Date: 06.04.2020

BY

Prof. Bhupendra Chandra Das
Department of Philosophy
Vidyasagar University
Midnapore-721102

Scanned with CamScanner

(2)

বৌদ্ধদর্শনে অহিংসা তত্ত্ব

বুদ্ধদেব মানবতার জন্য প্রয়োজনীয় সত্য আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর আলোকপ্রাপ্ত বুদ্ধদেব - দয়া, নিঃস্বার্থ প্রেম, ক্ষমা, সত্য ও পবিত্রতার - মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি - সত্যকে জানার - জন্য - সংসার ত্যাগ করেছিলেন। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও দুঃখভোগের পর তিনি দুঃখ ও দুঃখভোগের - কারণ এবং দুঃখনিবৃত্তির - উপায় - উদ্ভাবন ও উপলব্ধি করেছিলেন, যা মানুষকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করে ও তাকে ইন্দ্রিয়ের দাসে পরিণত করে। ভগবান বুদ্ধ - মানবতাবাদের - জন্য - সঠিক পথ প্রদর্শন করেছিলেন এবং মানুষকে - আলোকিত করেছিলেন এই - বলে যে - সংসারাসক্তি বা বিষয়াসক্তি হল ক্ষণস্থায়ী এবং তাই - যন্ত্রণাদায়ক। তাই যদি - পুনর্জন্মগুলিকে (বেড়িয়ে যেতে বা) খণ্ডন করতে হবে - উক্ত আসক্তিগুলির - প্রতি - দাসত্ব ত্যাগ এবং - জন্ম - মৃত্যুর - চক্র থেকে - বিচ্ছিন্ন হতে হবে।

অহিংসা হল প্রথম নির্দেশক নীতি

বুদ্ধ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম জীবনের দিক নির্দেশক - সকল নীতিগুলির মধ্যে - অহিংসা - হল সর্বপ্রথম। বস্তুতঃ, অন্য - গুণগুলি (virtues) হল এর - উপাংশসমূহ যারা - একে পরিপূর্ণ করে, মহান করে, সরল করে এবং একে পরিপূর্ণ করে।

Ignoble - মহান নয় asunder - সবসময় বিচ্ছিন্ন হয়ে Offshoot - উপশাখা
Allure - মুগ্ধ, কাছে টানা, লোভ দেখিয়ে বশে আনা Abhor - feel hatred & disgust for

Scanned with CamScanner

এই বিশ্ব হল মনের প্রতিফলন

এই জগতে দুষ্ট বিভিন্ন রূপ বা আকারের জন্য মনই দায়ী (ধম্মপদ, প্রথম গাথা)। এক্ষেত্রে যে পদ বা কথাগুলি আমরা শুনি, এবং তাদের যে তাৎপর্য গুলি আমরা গ্রহণ করি, সেগুলির বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। অধিকাংশ অমঙ্গলে ও হিংসা বা অহিংসা মূলক কর্ম যাদের সংস্পর্শে আমরা বা আমাদের ইন্দ্রিয় আসে সেক্ষেত্রে আমাদের মন ও এর প্রতিফলনের ভূমিকা আছে। অতএব, পারিপার্শ্বিক সামগ্রিক পরিস্থিতি বুঝে মানুষকে শান্ত হওয়া প্রয়োজন এবং সঠিক দেখা প্রয়োজন বাহ্যিক পরিস্থিতিগুলি কতটা দায়ী বর্তমান আবহাওয়াকে হিংসাত্মক ও ঈর্ষাপূর্ণ করে তোলার ক্ষেত্রে এবং তার নিজের মন কতটা বিদ্বেষপূর্ণ যা বর্তমান পরিস্থিতি বা আবহাওয়াকে আরো বিষাক্ত করে তুলছে তাও দেখা প্রয়োজন, (ধম্মপদ.. প্রথম গাথা - কিন্তু সম্প্রতি - সুপরিচিত - মনেই - আরোপিত, মনেই - তাদের - অবস্থিতি, মন দিয়েই - তারা নির্মিত। আমরা - যেমন ভাবি, সেরকমই। তাই - দূষিত মনে - কোন কিছু বললে বা * এইভাবে - এটি সম্পর্কে যে - কোন ব্যক্তি জগতকে যেভাবে দেখে সেটি হল এই - যে - এই - জগৎ হল এই ব্যক্তির মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রতিফলন। জগতকে - যথার্থ বা আদর্শ

* বা কোনো - দুঃখ - এর - অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যেমন সাথে - এতে কষ্ট - বলতেছে - তার - কারণ - হচ্ছে।

Scanned with CamScanner

করার জন্য নিজেকে যথার্থ বা আদর্শ হতে হবে। যথাযথ ইন্দ্রিয়সমূহ ও মনকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ক্ষমতা। অতএব কোন ব্যক্তির হিংসা-বিদ্বেষমূলক চিন্তাকে মনে স্থান দেওয়া উচিত নয় এবং এই হিংসা-বিদ্বেষের আশ্রয় হল সেই সব ব্যক্তি যাদের ঐ ব্যক্তি মনে করে তার হিংসা-বিদ্বেষকারী (haters)। কোন ব্যক্তি অন্যদের দ্বারা ধ্বংসও হন বা তিনি হিংসার বলী হন তথাপি হিংসা বৃদ্ধি পায় যদি হিংসার দ্বারা হিংসাকে মোকাবিলা করা, চেষ্টা করা হয় এবং হিংসার নিবৃত্তি ঘটে মাত্র যখন প্রেমের দ্বারা ~~[illegible]~~ তা মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ধম্মপদের পঞ্চম গাথায় বলা হয়েছে— শত্রুতার দ্বারা কখনও শত্রুতার শান্তি হয় না। শত্রুতাহীনতার দ্বারাই শত্রুতা প্রশমিত হয়— এটাই হল সনাতন ধর্ম।

Scanned with CamScanner

আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তি হল হিংসার মূল

আকাঙ্ক্ষা হল হিংসার মূল কারণ। মানুষ হল অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার ~~মূল~~ দাস। তাঁর ইন্দ্রিয়; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক তাকে ভ্রান্তভাবে চিন্তা করায় এইভাবে যে তার মনে হয় বাহ্যিক জগৎ বা সত্য সারবস্তু হল স্থায়ী (permanent) এবং তার উচ্চতর কল্যাণকে ত্যাগ করে ক্ষণস্থায়ী আকাঙ্ক্ষা পূরণে অগ্রসর হয়। তার চক্ষু তাকে রূপ আকারের দাস, কর্ণ শব্দের দাস, নাসিকা গন্ধের দাস, জিহ্বা রসনার দাস, ত্বক স্পর্শের দাস পরিণত করে। ইন্দ্রিয়কে মানুষ সত্য বা চিরস্থায়ী মনে করে এবং সে ভুলে যায় যে সে ~~অনবরত~~ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ক্ষণজীবী আকাঙ্ক্ষা হল সর্ব আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোন সত্যতা ও যথার্থতা নেই। ধম্মপদের ১১শ (একাদশ) গাথাতে বলা হয়েছে— যা অসার বা অসত্য তাকে যারা সার বা সত্য মনে করে, আর সারকে অসার মনে করে, মিথ্যা সংকল্পের সেই আশ্রয়দাতারা কখনও সারবস্তু পায় না। (ধম্মপদ, ১১) কিন্তু সারকে যারা সার বলেই জানেন আর অসারকে জানেন অসার বলে, সত্যসংকল্প সেই ব্যক্তিরা সারবস্তুকেই পেয়ে থাকেন। (ধম্মপদ, গাথা-১২)।

Scanned with CamScanner

ক্রোধ হিংসার কারণ :

ক্রোধ হল হিংসার প্রধান কারণ। চিন্তনে, বাক্যে বা কর্মে ক্রোধ প্রকাশ পায় এবং এই আঘাতগুলো ফিরে আসে। সেই আঘাতগুলি জীবনহানির কারণও হতে পারে। তাই প্রজ্ঞজন প্রাণী হত্যাকারী তার নিজের আত্মার ধ্বংসের কারণ হয় (নিজের আত্মার ধ্বংস ঘটন করে)। ধম্মপদের ২৪৬-২৪৮ নং গাথায় বলা হয়েছে- যে ব্যক্তি প্রাণিহত্যা করে, মিথ্যা কথা বলে, পরের দ্রব্য অপহরণ করে, পরদার গমন করে, সুরা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন করে সে ইহজীবনেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং হে মানুষ, এরূপ ব্যক্তি অসৎ ও পাপাচারী প্রকৃতি জেনে রেখো। লোভ ও অধর্ম যেন তোমাকে দীর্ঘকাল দুঃখে আবদ্ধ না করে। ঠিক এইভাবে Prophet Mahammad বলেন, He is not Munin (a believer) who committeth adutery, or who stealeth, or who drinketh liquor, or who plundereth, or who embezzleth - beware, beware.

For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet. (Bible. Rom. 13.9).

ক্রোধ হিংসাশক্তি বা আকাঙ্ক্ষা থেকে উৎপন্ন হয়।

Continued to 7th Lecture

Scanned with CamScanner